# মুসলিম প্যারেন্টিং

সন্তান প্রতিপালন গাইড

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

## শৈশবের লালন-পালন


| | |
|---|---|
| **আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত** | **১৭** |
| সন্তান আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ | ১৭ |
| এক বিরাট দায়িত্ব | ১৮ |
| কথার চেয়ে কাজ কঠিন | ১৯ |
| আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা | ২০ |
| সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব | ২১ |
| ইতিবাচক প্যারেন্টিং; একটি সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা | ২৩ |
| দুর্বল প্যারেন্টিং-এর কারণ | ২৪ |
| মহৎ কিছুর প্রস্তুতি | ২৭ |
| **প্যারেন্টহুড-এর প্রস্তুতি** | **২৯** |
| বিয়ে, পরিবার ও প্যারেন্টহুড | ২৯ |
| পরিবার পরিকল্পনা | ৩১ |
| নবাগত সদস্য | ৩২ |
| শিশুর জন্মলগ্নে ইসলামি রীতি | ৩৩ |
| সহোদরদের মধ্যে সমতা | ৩৫ |
| নবাগত শিশুর যত্ন | ৩৬ |
| পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার | ৩৮ |
| শিশুর সাথে আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি | ৩৯ |

| | |
|---|---|
| **শৈশবকাল এবং স্কুলপূর্ববর্তী সময়** | **৪১** |
| টোডলার (Toddler) | ৪১ |
| প্যারেন্টিং পদ্ধতি | ৪৩ |
| আত্মগঠনের সময় | ৪৬ |
| ভারসাম্যপূর্ণভাবে বেড়ে উঠার জন্য যা প্রয়োজন | ৫০ |
| স্কুলপূর্ব সময়ে চাইল্ডকেয়ারে রাখা | ৬১ |
| **প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলো** | **৬৩** |
| প্রাথমিক স্কুল বাছাই | ৬৩ |
| স্কুলজীবনের শুরু | ৬৪ |
| প্রাইমারি স্কুলে কিছু সমস্যা | ৬৫ |
| পড়ার গুরুত্ব | ৭১ |
| অভিভাবক-স্কুল পার্টনারশিপ | ৭১ |
| **পারিবারিক পরিবেশ** | **৭৩** |
| শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিবারের কর্তব্য | ৭৪ |
| ব্যক্তিগত উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিবার | ৭৫ |
| সন্তানদের সাথে অর্থবহ সময় কাটানো | ৭৬ |
| ইসলামিক আদব | ৭৮ |
| শ্রবণের নীতিমালা | ৮৩ |
| সংযম | ৮৪ |
| কঠিন আচরণের মোকাবিলা | ৮৫ |
| সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা | ৮৬ |
| হালাল ও হারাম | ৮৭ |
| **মুসলিম চরিত্র গঠন** | **৮৮** |
| ইসলামি শিক্ষা; সামগ্রিক পদক্ষেপ | ৮৮ |
| মুসলিম চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য | ৯০ |

| | |
|---|---|
| সাপ্লিমেন্টারি ইসলামিক স্কুল | ৯৪ |
| মুসলিম সংস্কৃতি তৈরি | ৯৫ |
| উপসংহার | ৯৯ |


দ্বিতীয় পর্ব

## কৈশোরের পরিচর্যা


| | |
|---|---|
| **কিশোর বয়সের চ্যালেঞ্জ** | **১০৭** |
| দিবাস্বপ্ন নাকি দুঃসাহসিকতা | ১০৭ |
| বিরাট পরিবর্তন | ১০৮ |
| অন্যান্য বিষয় | ১১২ |
| ব্যক্তিগত দুর্বলতার ব্যাপারে সচেতনতা | ১১৯ |
| কঠিন বিষয় মোকাবিলা করার উপায় | ১২৫ |
| **সামাজিক অসুস্থতার প্রবল আক্রমণ** | **১৩১** |
| ব্যাধির প্রসার | ১৩১ |
| ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম | ১৪০ |
| **শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রেরণা** | **১৪৩** |
| মানবজাতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | ১৪৩ |
| আত্মমর্যাদাবোধ | ১৪৫ |
| উৎসাহ | ১৪৭ |
| অনুকরণীয় আদর্শ | ১৪৮ |
| ভারসাম্যপূর্ণ লালন-পালন | ১৪৯ |
| প্রকৃত সফলতার দীক্ষা | ১৫০ |
| পর্যায়ক্রমিক উন্নতি | ১৫১ |
| ব্যর্থতার মোকাবিলা | ১৫২ |
| কিশোর মননে উৎসাহদান | ১৫৩ |

| পারিবারিক পরিবেশ | ১৫৭ |
|---|---|
| পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব | ১৫৭ |
| পরিবারই কিশোরদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি | ১৫৮ |
| সন্তানদের সার্থক সময় দান | ১৬০ |
| একটি মুসলিম যুব-সংস্কৃতি তৈরি | ১৬১ |
| গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ | ১৬৩ |

| মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলো | ১৬৫ |
|---|---|
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন | ১৬৫ |
| জীবনের সঠিক ভিত্তি স্থাপনের প্রস্তুতি | ১৬৯ |
| অন্যান্য চ্যালেঞ্জ | ১৭৬ |
| আত্মপরিচয় | ১৮৪ |
| আনন্দ-উল্লাসের কৃষ্ণবহর | ১৮৬ |

| দায়িত্ববোধের জগতে | ১৮৮ |
|---|---|
| অভিভাবক সব সময়ই অভিভাবক | ১৮৮ |
| ক্যারিয়ার বাছাইসংক্রান্ত পরামর্শ | ১৮৯ |
| বিশ্ববিদ্যালয়; জ্ঞান অর্জনের রাজতোরণ | ১৯১ |
| দাওয়াতি কাজের সুযোগ | ১৯২ |
| ইসলাম ও খিদমাহ | ১৯৩ |
| জীবনচক্র | ১৯৪ |
| প্যারেন্টিং কি সফল হয়েছে | ১৯৫ |
| উপসংহার | ১৯৭ |

# আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

‘ওহে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালঙ্ঘন করো না।’—সূরা আনফাল : ২৭

## সন্তান আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি আমানতস্বরূপ। অন্যকথায়, সন্তানদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ পিতা-মাতার ওপর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি পিতা-মাতাকে নির্দেশনাও দিয়েছেন যথোপযুক্ত উপায়ে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে। খুব স্বাভাবিকভবেই এই আমানতের খেয়ানত করার অর্থ হলো—আল্লাহর দেওয়া আমানতের খেয়ানত করা। আমরা যদি নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে সন্তান প্রতিপালনের কাজটি সম্পাদন করতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির আশা পোষণ করি, তবে সর্বাগ্রে সন্তান লালন-পালনের প্রকৃতি, এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য জীবনে কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা জ্ঞানবান মুসলিম মাত্রই অনুধাবন করতে পারে। তবুও তাদের উপলব্ধিতে এই বিষয়টি থাকা উচিত—সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য কেবল খাদ্য, বস্ত্র ও জাগতিক সামগ্রীই যথেষ্ট নয়; বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলাও আবশ্যক। যাতে তারা সমাজের একজন ভালো মানুষ ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি মূলত তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলজনক বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, যা পিতা-মাতার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ এবং পরকালীন জীবনে ভালো ফলাফল অর্জন নির্ভর করে সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার ওপর।

বান্দা পরকালে নিজের মর্যাদাকে সমুন্নত অবস্থায় দেখে বলবে—

> ‘হে আল্লাহ! আমি এই মর্যাদার অধিকারী কীভাবে হলাম?’ আল্লাহ বলবেন—‘মৃত্যুর পর তোমার সন্তানরা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, সে কারণে তুমি এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছ।’
> আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার যেমন বিশাল, তেমনি এর ব্যর্থতার শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। একজন শিশুর যত্নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার, বিশেষত মাতার শারীরিক উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান বড়ো হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার মাঝে শঙ্কা বাড়তে থাকে; তার স্বাস্থ্য, পড়াশোনা ও বিভিন্ন সামাজিক বৈরী পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সক্ষমতা নিয়ে। এই শঙ্কা বা উদ্বেগ অমূলক নয়; কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সচেতন পিতা-মাতার মনে রাখতে হবে, আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই। তাই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পেরেশানি যেন আমাদের আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করতে না পারে, সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।

> 'ওহে, যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে না সরিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি তা করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সূরা মুনাফিকুন : ৯

একজন বিশ্বাসী নিজ সন্তানের থেকে প্রাপ্ত সকল পরিতুষ্টি ও দুঃখের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

## এক বিরাট দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালন মানে কেবল পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্ব নয়। পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব শুধু শারীরিক প্রক্রিয়ার ফলাফল, কিন্তু সন্তান প্রতিপালন হচ্ছে জীবন প্রক্রিয়ার একটি সচেতন কার্যক্রম। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া—যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আরেকজন নবাগত অপরিপক্ব মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যা এবং তার উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যেক অভিভাবককে একই সঙ্গে একজন শিক্ষক, পরামর্শক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পিতা-মাতাও মানুষ, প্রকৃতিগত কারণে তাঁদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো পিতা-মাতাই সন্তান প্রতিপালনে শতভাগ সফল হতে পারে না। আর সন্তান প্রতিপালনের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কোনো পিতা-মাতাই বিচার দিবসে পাকড়াও হবে না। তথাপি পিতা-মাতাকে এই ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া উচিত। কেননা, তাদের ভঙ্গুর কাঁধে অর্পিত হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি প্রতিপালনের ভারী বোঝা।

পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর ভেতর আরেকটি ক্ষুদ্র পৃথিবী; যেখানে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্ব পালন এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আপস, সম্মানসহ বিভিন্ন মানবিক বৈশিষ্ট্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

# প্যারেন্টহুড-এর প্রস্তুতি

‘আল্লাহ তাঁর দয়া-মায়ার শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে বাকি এক ভাগ পৃথিবীর সকলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিকুল একে অন্যের প্রতি দয়াশীল। এমনকী ঘোড়া তার শাবক থেকে নিজের খুর দূরে রাখে সন্তান পিষ্ট হয়ে যায় কি না এই ভয়ে।’

## বিয়ে, পরিবার ও প্যারেন্টহুড

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের প্রথম ধাপ হলো বিয়ে। বিয়ে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে আনন্দ, প্রশান্তি ও প্রবোধ জোগায়। এটি দুজনকে একই ছাদের নিচে বসবাস করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক আপস-মীমাংসা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। মানুষ যে ধরনের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায়, তার ওপরই নির্ভর করে সন্তান কেমন হবে।

‘সত্যাশ্রয়ী, সৎ ও বিশ্বাসী নারী-পুরুষ তাদের চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দেখতে চায়। অপরদিকে অসৎ সঙ্গীরা প্রাকৃতিকভাবে একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।’ সূরা নুর : ২৬

বিয়ে হলো দুটি মানুষ ও পরিবারের মাঝে জীবনব্যাপী এক প্রতিশ্রুতি। এটিকে খুঁটিও বলা চলে, যার ওপর ভিত্তি করে লালিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুতরাং এই বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া খুবই জরুরি। একটি বৈবাহিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নেয়ামক হিসেবে কাজ করে—

- ভালোবাসা ও দয়া
- সম্মান ও স্নেহ
- দৃঢ়তা ও ক্ষমাশীলতা
- ন্যায়বিচার ও সমতা
- সততা ও আন্তরিকতা
- খোলা মন ও স্বচ্ছতা

- পারস্পরিক পরামর্শ
- বিশ্বস্ততা
- ত্যাগ-তিতিক্ষা
- কঠোর পরিশ্রম এবং ছাড় দেওয়ার মনোভাব।

যখন কোনো পরিবারে এসব গুণাবলির সম্মিলন ঘটে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হয়, তখন সেখানে একটি আদর্শিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়—যা সন্তানের বেড়ে উঠার জন্য খুবই সহায়ক।

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব একই সঙ্গে অনন্য ও দুঃসাহসিক। এই দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হলো নিজের সক্ষমতা ও আল্লাহর ওপর ভরসা করা, কমনসেন্স কাজে লাগানো, খোলা মনের অধিকারী হওয়া এবং অধিক ধৈর্যশীল হওয়া। এই গুণগুলো একজন মানুষকে কঠিন দায়িত্ব পালনে এবং সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল অনেক সমস্যার সমাধান বের করে আনে। তাই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের শুরু থেকে পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। নিজের ক্যারিয়ার, অর্থ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে সন্তান জন্মদানের কোনো উপযুক্ত সময় নেই। তাই এই বিষয়গুলোকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে সন্তান জন্মদানে অহেতুক বিলম্ব করা উচিত না। স্বামী-স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য হলো—সন্তান জন্মলাভের আগে ও পরে এমন পরিবেশ তৈরির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো, যা সন্তান প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জকে কমিয়ে দেবে। এরপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনার সমন্বয়।

> ‘যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের ভালোবাসেন।’
> সূরা আলে ইমরান : ১৫

### পরিবার পরিকল্পনা

গর্ভকালীন অবস্থা নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই রোমাঞ্চকর একটা সময়। এই মুহূর্তটা দম্পতিদের জন্য একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং ভয়ের কারণ। কেননা, প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জন্ম প্রত্যাশা করে। তারা এই সময়ে সন্তান জন্মের ব্যাপারে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মধ্যে থাকে ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অধ্যয়ন, জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ক্রয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা—যা সন্তান জন্মলাভের পর প্রয়োজন হতে পারে।

গর্ভাবস্থা এমন এক সময়, যার অভিজ্ঞতা কেবল নারীরাই পায়। শিশুকে গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে জন্মদান পর্যন্ত একজন নারীকে অনেক কষ্ট ও ব্যথা সহ্য করতে হয়। এ কারণেই ইসলামে বাবার থেকে মায়ের মর্যাদা বেশি। মূলত শিশুর জন্মলাভের পর থেকেই পিতা হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব শুরু হয়। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন অবস্থা অনুভূত করার পর থেকেই অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই তার ত্যাগ-তিতিক্ষা শুরু হয়। গর্ভকালীন মুহূর্ত থেকেই একজন মা শরীরের যত্ন নেওয়া শুরু করে এবং জীবন ধারণের প্রকৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে।

এই সময়ে বিজ্ঞ পিতা-মাতারা নিজেদের মধ্যে ঠিক সেভাবে চরিত্র ও মূল্যবোধের সমাবেশ ঘটায়, যেভাবে তারা আপন সন্তানকে দেখতে চায়। এই সময়টি তারা কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের অনুশীলন এবং সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করার কাজে ব্যবহার করে। একটি শিশু যে পরিবেশে জন্মলাভ করে, তার একটা প্রভাব শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ওপর প্রতিফলিত হয়। যে শিশু এমন পিতা-মাতার কোলে জন্মলাভ করে—যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে শিশুর জীবন ওই শিশুর থেকে উত্তমভাবে শুরু হয়, যার পিতা-মাতা এ সকল কাজ থেকে বিরত থাকে।

পিতা-মাতা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা, দান-খয়রাত, কুরআন অধ্যয়ন, নিয়মিত জিকির এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মতো কল্যাণকর কাজের প্রতি অভ্যস্ত হতে পারে, তবে তা কেবল আগত শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশই সৃষ্টি করবে না; বরং গর্ভে থাকা শিশুর জন্য বিরাট কল্যাণও বয়ে আনবে। একজন মা যা বলে, যা করে এবং যা চিন্তা করে, তা তার গর্ভে অবস্থিত ভ্রূণকে প্রভাবিত করে এবং তাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এই সকল প্রস্তুতির পূর্বশর্ত।

### নবাগত সদস্য

যখন কোনো পরিবারে নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করত, তখন আয়িশা ﵂ জিজ্ঞেস করতেন না সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে; বরং তিনি জিজ্ঞেস করতেন—

'সে কি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ?' যখন তাঁকে ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হতো, তখন তিনি বলতেন—'সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার প্রতি।' বুখারি